দৈনিক ইনকিলাব 100

তারিখ 13 APR 19..

পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ৩ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

গত ১০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ১৭ হাজার ২শ' ৯০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এই বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্য থেকে কেবলমাত্র ১ হাজার পরীক্ষার্থী বাছাই করা হবে। বাকীরা সব যে আঁধারে সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

এই বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে যারা প্রকৃত মেধার অধিকারী এবং যারা যোগ্যতম তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া উচিৎ—এটি সবাই চায়। কিন্তু কতিপয় পরীক্ষার্থীদের দেখা গেছে, তারা তাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নরত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভর্তি ফরম পূরণ করে পাশাপাশি সীট ফেলেছে এবং একে অপরকে অনুসরণ (নকল) করে পরীক্ষা দিয়েছে। যার ফলে অনেক যোগ্যতাহীন ছাত্র-ছাত্রীও পরীক্ষার খাতায় মেধার লসাক্ষর রেখেছে। ফলশ্রুতিতে এ সকল যোগ্যতাহীন নকলকারী ছাত্র-ছাত্রী এসে ঢুকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাদের ভর্তির সূচনাই নকলের কলংকে কলংকিত তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কি করবে তা সহজেই অনুমেয়। ভর্তি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় ভবনগুলোতে স্থান সংকুলান হয়নি। যার ফলে, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর সীট পড়েছে আশপাশের কলেজে, এমনকি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে পর্যন্ত। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রশ্নপত্র বিলি করা, উত্তরপত্র সংগ্রহ করা এবং খাতায় স্বাক্ষর ছাড়া অন্য কোন কাজ করেছেন বলে আমাদের মনে হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি পারেন না মেধা স্কোর তৈরী করে সে অনুযায়ী সীট বিন্যাস করতে, যা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়। তাহলে তো আর দু'জন পরিচিত পরীক্ষার্থী পাশাপাশি বসার সুযোগ পাবে না। এতে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে ভাল ছাত্রদের সাথে ভাল ছাত্র, কম মেধাসম্পন্নদের সাথে কম মেধাসম্পন্নরা বসবে। ফলে ইচ্ছা থাকলেও একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে পারবে না। মেধা স্কোর তৈরী হলে মেধাসম্পন্ন ছাত্রকে সামনে রেখে কম মেধাসম্পন্ন ছাত্রটি তা অনুসরণ করার সুযোগ পাবে না তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা প্রদত্ত ক্র অনুসারে সীট বিন্যাস না ক এলোমেলোভাবে বিন্যাস করলে সমস্যাটির সমাধান হবে। ত প্রথমোক্তটি সবচেয়ে ভাল। আ বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে যদি ছাত্র-ছাত্রী স্থান সংকুলান না হয়, ত কলেজগুলোতে সীট ফেলা যে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলে সীট ন ফেলাই বাঞ্ছনীয়।

সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন ক কেবলমাত্র মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সুযোগ দে হোক—কর্তৃপক্ষের কাছে আম এটিই প্রত্যাশা করি।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার